স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭২ ইং 9th June 1965 { ৪র্থ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেন্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ষ্টেশনারী

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

পরিকল্পনা

—০—

আজ প্রায় আঠারো বৎসর হইতে চলিল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ভারতীয়গণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় গণ যাহাতে বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে তজ্জন্য নেতৃবর্গ সর্ব্বদা সচেষ্ট। কবি নব্য ভারতীয়গণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

কবি তো লিখিয়া গেলেন কিন্তু কি দিব? আমাদের দেওয়ার মত কিছু অবশিষ্ট আছে কি? তাহা ছাড়া আমাদের ভারতভাণ্ডারে দেওয়ার মত কি আছে তাহা কে অনুসন্ধান করিবে? তাদৃশী অনুসন্ধিৎসা কাহারও নাই, আমাদের ভাণ্ডারে যাহা আছে তাহা বিতরণের ক্ষমতা কাহার আছে? থাকিলে দেশ আজ উচ্ছন্নের পথে পা বাড়াইত না। তাহা ছাড়া দানযোগ্য পাত্রই বা কোথায়? জীব বিশেষের গলায় মুক্তামালা শোভা পায় না কারণ উক্ত জীববিশেষ তাহার মর্ম্ম কিছুই বোঝে না। আজ ভোগোন্মত্ত পৃথিবী ভারতের ত্যাগের, সংযমের, শান্তির বাণী শুনিবে কেমন করিয়া, ভোগ ও ত্যাগ বা বিষয়লালসা ও সংযম বিপরীত ধর্মী। অনাদি কাল হইতে ভারত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উৎস সন্ধান করিয়া আসিতেছে। অনিত্য জড়-বিজ্ঞানের চাকচিক্যকে বন্ধনের কারণ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সেই সমস্ত কারণেই ভারতবর্ষ ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ বলিয়া জগতে খ্যাত। ভারতীয়গণ অধ্যাত্মসম্পদ বিতরণ করিয়া জগদ্‌বাসীর নিকট সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ সেই নিত্যসম্পদ অনুসন্ধানে বিরত হইয়া ভোগধর্মী দেশগুলির অনুকরণ করিতেছে। ভোগের উপকরণ সংগ্রহে বর্তমান ভারতবর্ষের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ সমুন্নত, অতএব আমাদের তাঁহাদিগকে দিবার কিছুই নাই। আমরা কেবল লইবার জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে হাত বাড়াইয়া রহিয়াছি। যেন আমাদের কিছুই নাই, কোন কালে ছিল না, তোমরাই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছ এইরূপ আমাদের মনোভাব। আমরা আজ নিঃস্ব, রিক্ত, ভিখারীতে পরিণত, ভুলিয়াছি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ—মহামানবগণের উপদেশ—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ,
স্বং স্বমাচারং শিক্ষেয়ন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

অনাদি কাল হইতে পরম্পরাগত ভারতসন্তানের নিকট পৃথিবীর সমস্ত জাতি আচার শিক্ষা করিবে, কারণ আচার হইতে ধর্ম্মলাভ হয়। আমাদের জাতীয় চরিত্রে আচার বলিয়া কোনও বস্তু নাই। আচার থাকিলে সদাচার সমিতির প্রয়োজন হইত না। আগেকার যুগে সততার জন্য কোনও পুরস্কার দেওয়া হইত না বা ঢাক ঢোল পিটাইয়া সততার বার্ত্তা ঘোষণা করাও হইত না কারণ মানুষকে তো সৎ বা আচারবান হইতেই হইবে বরং অসততার চরম দণ্ডবিধান ছিল। অসদ্‌ব্যক্তি সমাজকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইত, লাঞ্ছিত হইত, কেহই তাহাকে সুনজরে দেখিত না, ফলে সে আত্মসংশোধনে যত্নবান হইত। সৎশিক্ষালাভে প্রয়াসী হইত।

পশ্চিমবঙ্গ চাল ও ধান নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে রেশনভুক্ত এলাকায় লাইসেন্স ও মজুত করার পারমিট

১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ চাল ও ধান নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে এক আদেশ জারি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশনভুক্ত এলাকার নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপরোক্ত আদেশের তৃতীয় অনুচ্ছেদের বিধানাবলী থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন :—

(১) ১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ রেশনিং আদেশ অনুসায়ে নিযুক্ত পাইকার, খুচরা দোকানদার ও সংস্থার মালিক, এবং

(২) ১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী মজুত বিরোধী আদেশ অনুসারে যাঁরা অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী স্বাভাবিক পরিমাণের চাইতে বেশী পরিমাণে রাখবার অধিকারী।

এর অর্থ হল যে উপরোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের ১৯৬৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ চাল ও ধান নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে লাইসেন্স ও মজুত করার পারমিট নিতে হবে না।

—প্রেস নোট

পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট কোক লাইসেন্সিং আদেশ জারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট কোক লাইসেন্সিং আদেশ, ১৯৬৫ জারি করেছেন। এই আদেশ জারির ফলে পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট কোক বণ্টন আদেশ, ১৯৫৫, বাতিল হয়ে গেল। নতুন আদেশে কেবল এক শ্রেণীর লাইসেন্স অর্থাৎ ব্যবসা চালানর লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আদেশ অনুসারে নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প-এ ৩০৲ টাকার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফি এবং আয়কর ও বিক্রয়-কর পরিশোধের সার্টিফিকেটসহ আদেশ প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনক্রমে এই লাইসেন্স পাওয়া যাবে। যে সব লাইসেন্সধারী পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট কোক বণ্টন আদেশ, ১৯৫৫ অনুসারে ১৯৬৫-৬৬ সালে খুচরা ব্যবসা চালানর লাইসেন্স নবীকরণের জন্য ইতিপূর্ব্বেই ১২৲ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প জমা দিয়েছেন তাঁদেরকে নতুন আদেশের ব্যবস্থা অনুযায়ী ৩০৲ টাকার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফি প্রদানের জন্য আরও ১৮ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প জমা দিতে হবে। আর যে সব লাইসেন্সধারী উক্ত পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট কোক বণ্টন আদেশ, ১৯৫৫ অনুযায়ী পাইকারী ব্যবসা চালানর লাইসেন্স নবীকরণের জন্য ৪৮ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প জমা দিয়েছেন তাঁদের নতুন আদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফি বাবত ৩০ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প আবার জমা দিতে হবে।

তাঁরা ৪৮ টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ইতিমধ্যেই জমা দিয়েছেন তা অবশ্য তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁদেরকে এমন সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে যা'তে তাঁরা কলিকাতার কালেক্টর অব ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ-এর কাছ থেকে টাকা ফেরত পেতে পারেন। এই নূতন আদেশ অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণে ইচ্ছুক এমন সকল ব্যবসায়ীকে আদেশে যেমন বিধান আছে সেই অনুসারে আয়কর ও বিক্রয়কর মিটিয়ে দেওয়ার সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। বেশী পরিমাণে সফ্‌ট কোক ব্যবহারকারী যে সব ব্যক্তি পূর্ব্বের আদেশ অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সালের জন্য লাইসেন্স নবীকরণ বাবত ১২ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প জমা দিয়েছেন তাঁদেরকে ঐ ষ্ট্যাম্প ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁরা যাতে টাক ফেরত পান এই মর্মে সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে কলিকাতার ক্ষেত্রে ১১এ, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গের সহকারী ভোগ্যপণ্য অধিকর্তার কাছ থেকে এবং জেলাগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহকুমা খাদ্য ও সরবারহ নিয়ামকের কাছ থেকে। —প্রেস নোট

তরুণ শিক্ষকের সাফল্য

জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীনন্দদুলাল ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীমান্ দিলীপ-কুমার ঘোষাল এবার ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় 'এ গ্রুপে' উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীমান্ দিলীপ ১৯৬০ সালে বি-এ পাশ করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করে এবং ১৯৬৪ সালে ইতিহাসে স্পেশাল অনার্সে উত্তীর্ণ হয়। ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় এবার মোট ৪০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম ২২ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিবে। শ্রীমান্ দিলীপ ১৯ ঊনবিংশতিতম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা শ্রীমানের সাফল্যের জন্য অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ইহাই শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০ সালের মোটর যান আইনের ৫৭নং নিয়মের উপনিয়ম (খ) এর সহিত পঠিত ১৯৩৯ সালের মোটর যান আইনের ৫৭ ধারা (১৯৩৯ সালের ৪নং আইন) অনুসারে সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জানাইতেছেন যে, নিম্নলিখিত রুটগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া স্থায়ী যাত্রীবাহী বাস পারমিট প্রদানের জন্য যে সকল দরখাস্ত গৃহীত হইয়াছে প্রত্যেক রুটের পাশে তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল। (১) রাধারঘাট—ফরাক্কা (একটি বাস ও উভয় দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—৯৫; (২) বহরমপুর—মানিকচকঘাট (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—১০; (৩) বহরমপুর—সুপারিগোলা (লালবাগ হইয়া) (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—৪; (৪) বহরমপুর—নবীপুর (লালবাগ হইয়া) (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—৭; (৫) বহরমপুর—তুঙ্গী (বেলডাঙ্গা হইয়া) (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—২১; (৬) বহরমপুর—গোপালপুরঘাট (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—২৪; (৭) লালবাগ—মোড়গ্রাম (পাঁচগ্রাম হইয়া) (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ দুই ট্রিপ)—১১; (৮) কান্দি—সালার (একটি বাস ও উভয়দিকে প্রত্যহ দুই ট্রিপ)-৩০; (৯) বহরমপুর—রাধানগরঘাট (বেলডাঙ্গা হইয়া) (দুইটি বাস এবং প্রত্যেকটি উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—৬০; (১০) বহরমপুর—জঙ্গিপুর (দুইটি বাস ও প্রত্যেকটি উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—২৭; দরখাস্তকারিগণ যে যে থানার অন্তর্ভুক্ত সেইভাবে থানা অনুযায়ী দরখাস্তকারিগণের নাম ও ঠিকানাসহ দরখাস্তসমূহের তালিকাগুলি পরিদর্শনের জন্য ১-৬-৬৫ তারিখ হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বিষয়ে কাহারও কোন আর্জি থাকিলে, আর্জিসমূহ উক্ত সচিব কর্ত্তৃক বিবেচনার জন্য ১৯৬৫ সালের ১০ই জুলাই পর্যন্ত গৃহীত হইবে। উপরোক্ত দরখাস্ত-সমূহ এবং আর্জিগুলি (যদি পাওয়া যায়) ১৯৬৫ সালের ১০ই জুলাই পর বহরমপুরস্থিত কলেক্টর ভবনে জেলা শাসকের কামরায় আহূত সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে। দরখাস্তকারিগণ এবং যাঁহারা আর্জি পেশ করিবেন তাঁহাদিগকে উক্ত সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের সম্মুখে তাঁহাদের কেস উপস্থাপিত করার জন্য প্রমাণ পত্রাদিসহ (যদি প্রয়োজন হয়) উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

আগামী ১১ই জুন হইতে ৩১শে জুলাই, ১৯৬৫ পর্য্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমার (বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের) টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ হইবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ২০৲ টাকার ও ফেরি-ওয়ালাদের ৫৲ টাকার নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প লাগিবে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স ও বর্ত্তমানে দেওয়া ট্রেড ট্যাক্সের রসিদ দাখিল করিতে হইবে। ডাকযোগে প্রেরিত দরখাস্ত গৃহীত হইবে না। জঙ্গিপুর মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে বিনামূল্যে দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাইবে ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

(১) সমসেরগঞ্জ থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, ধুলিয়ান। ১১ই হইতে ১৯শে জুন।

(২) রঘুনাথগঞ্জ থানা—স্থান মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিস, জঙ্গিপুর। ২১শে হইতে ২৩শে জুন। 'ডি' গ্রুপ ৬ই হইতে ৮ই জুলাই, ১৩ই ও ১৪ই জুলাই ও ২০শে হইতে ২৩শে জুলাই।

(৩) সাগরদীঘি থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, সাগরদীঘি। ২৫শে হইতে ২৭শে জুন।

(৪) ফরাক্কা থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, ধুলিয়ান। ২রা হইতে ৪ঠা ও ১০ই জুলাই।

(৫) সুতী থানা—স্থান খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টরের অফিস, অরঙ্গাবাদ। ১৬ই হইতে ১৮ই জুলাই।

* নির্দ্ধারিত তারিখে যাঁহারা দরখাস্ত দাখিল করিতে অপারগ হইবেন তাঁহাদের দরখাস্ত আগামী ২৯শে জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মহকুমা কন্‌ট্রোলার অফিসে গৃহীত হইবে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও গোডাউন
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পো: রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ